দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 8

088

এসএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন

সম্প্রতি এক দৈনিক পত্রিকার খবরে জানতে পারলাম ১৯৮৯ সনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার মফস্বল অঞ্চলের বিশেষ করে যেসব কেন্দ্রে গণটোকাটুকি হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, সেসব কেন্দ্রের খাতা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করার জন্য পরীক্ষকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়াও বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বৎসর দুধরনের কার্ড করেছেন। যে সব কেন্দ্র গণটোকাটুকির অপরাধী তাদের জন্য রয়েছে লাল-কার্ড। অর্থাৎ এসব কেন্দ্রের খাতা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হবে। আর যে সব কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গণটোকাটুকির অভিযোগ নেই সে সব কেন্দ্রের জন্য রয়েছে নীল কার্ড। এসব কেন্দ্রের খাতা স্বাভাবিকভাবে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের এরূপ সিদ্ধান্ত থেকে একথা মনে হতে পারে যে ঐসব কেন্দ্র থেকে যেসব পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে তারা সকলেই নকল করেছে। কিন্তু তা কি সত্য। তাছাড়া অর্থের অভাব ও অন্যান্য অবস্থাগত কারণে যেসব মেধাবী ভাল ছাত্র ঐ সব এলাকায় লেখাপড়া করে সেখানে পরীক্ষা দিয়েছে তারা কি কর্তৃপক্ষের বিশেষ মূল্যায়নের ফাঁদে আটকে পড়ে অবমূল্যায়িত হবে না? অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এমন কিছু কেন্দ্র রয়েছে যেখানে গ্রামাঞ্চলের মতই দেদার নকল হয়েছে। ঐসব কেন্দ্রের নকলবাজ ছাত্ররা কি এ ব্যবস্থায় পার পেয়ে যাবে না? আমরা অসদুপায় অবলম্বনকারীদের যেমন শাস্তি দাবী করি তেমনি যারা নকল করেনি তারা যাতে কড়াকড়ি ও সতর্কতার নামে কোন ভাবে দণ্ডিত না হয় তারও নিশ্চয়তা দাবী করছি।

—সুকান্ত সাহা
সরিষাবাড়ি টাউন জামালপুর।